বাংলাদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৪

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক	০১
০১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	০১
০২।	উদ্দেশ্য	০১
০৩।	পরিধি	০১
০৪।	সংজ্ঞা	০১
	দ্বিতীয় অধ্যায়:অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা	০৩
০৫।	রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবার সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি সংরক্ষণ	৩
০৬।	বাংলাদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবারের পকেট সেকশন বুক প্রণয়ন	৩
০৭।	অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনা সংরক্ষণ	৩
০৮।	অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার ইত্যাদি	৪
০৯।	অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের ক্ষতি, বিনাশ, কর্তন পরিহারকরণ	৪
	তৃতীয় অধ্যায়ঃ লীজ প্রদান পদ্ধতি ও ভিত্তিদর নির্ধারণ	৫
১০।	লীজ প্রদান পদ্ধতি	৫
১১।	ক্যাবল, কোর এবং Bandwidth পর্যায়ে লীজ / নিলামের ক্ষেত্রে ভিত্তিদর নির্ধারণ	৬
১২।	ক্যাবল রক্ষণাবেক্ষণ ও সাব-লীজ	৬
	চতুর্থ অধ্যায়ঃ লীজ / ইজারা প্রস্তাব মূল্যায়ন ইত্যাদি	৬
১৩।	উন্মুক্তকরণ কমিটি	৬
১৪।	মূল্যায়ন কমিটি	৭
১৫।	মূল্যায়ন পদ্ধতি	৭
১৬।	অনুমোদন প্রক্রিয়া	৭
১৭।	কমিটি সদস্যপ্রতি সম্মানী	৭
	পঞ্চম অধ্যায়ঃ অপটিক্যাল ফাইবার লীজ (ইজারা) সংক্রান্ত কাজে রেলওয়ের ভূমি বরাদ্দ বা রেলওয়ের স্পেস বরাদ্দ ও বিদ্যুৎ সংযোগ	৭
১৮।	ক্যাবল, কোর এবং Bandwidth লীজ গ্রহীতাগণের জন্য ভূমি/ স্পেস বরাদ্দ	৭
১৯।	লীজকৃত ভূমিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ	৮
২০।	লীজকৃত ভূমি/ স্পেসের অন্যান্য ব্যবহার	৯
	ষষ্ঠ অধ্যায়: বিবিধ	৯
২১।	লীজ অগ্রাধিকার	১০
২২।	অতিরিক্ত লীজ আদেশ/ পুনরাবৃত্ত লীজ	১০
২৩।	পেশাগত অসদাচরণ, অপরাধ, চুক্তি বাতিল ইত্যাদি	১০
২৪।	সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ	১০
২৫।	সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ	১০
২৬।	হেফাজত	১০

Acronyms:

- BR- Bangladesh Railway (বাংলাদেশ রেলওয়ে)
- BTRC- Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন)
- CSTE- Chief Signal & Telecommunication Engineer (Telecom) [প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম)]
- DSTE- Divisional Signal & Telecommunication Engineer (Telecom) [বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম)]
- DWDM- Dense Wavelength Division Multiplexing (ডেন্স ওয়েভলেন্থ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং)
- Mbps- Megabits per second(মেগা বিটস্ পার সেকেন্ড)
- NTTN- Nationwide Telecommunication Transmission Network (দেশব্যাপী টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক)
- OSTC- Optical Signal Transmission Capacity (Bandwidth)

বাংলাদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৪

বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) থেকে প্রাপ্ত Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। উক্ত লাইসেন্সের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের উদ্বৃত্ত (opane) অপটিক্যাল ফাইবারের core, capacity বা উদ্বৃত্ত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল কোর/ক্যাপাসিটি লীজ (ইজারা) বা লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি, লীজের (ইজারার) মেয়াদকাল, নবায়ন পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণসহ Non-Core Service হতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ নীতিমালা জারি করা হইলো:

প্রথম অধ্যায়:

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:

ক) এই নীতিমালা "বাংলাদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৪" নামে অভিহিত হইবে।
খ) এই নীতিমালা গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। উদ্দেশ্য: বাংলাদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য BTRC কর্তৃক প্রদত্ত NTTN লাইসেন্সের ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের বা এর ক্যাপাসিটির লীজ (ইজারা) ব্যবস্থাপনাসহ সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৩। পরিধি: এ নীতিমালা বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ , উন্নয়ন, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের জন্য রেলভূমির ভূগর্ভে অথবা উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় স্থাপিত রেলওয়ের মালিকানাধীন সকল অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গ পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এ নীতিমালায়:

(১)'মন্ত্রণালয়' অর্থ রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(২)'রেলওয়ে' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে।

(৩)'সরকার' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(৪)'সরকারি প্রতিষ্ঠান' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা অধীন কোনো অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা।

(৫) 'সরকারি কোম্পানি' অর্থ সরকারি মালিকানায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ।

(৬) 'বেসরকারি প্রতিষ্ঠান' অর্থ সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ।

(৭) 'রেলভূমি' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন সকল ভূমি ।

(৮) 'বাজার দর' অর্থ কোনো নির্দিষ্ট সেকশনের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল বা স্পেয়ার কোর বা ক্যাপাসিটি লীজ (ইজারা) প্রদানের নিমিত্ত সর্বশেষ উন্মুক্ত লীজ (ইজারা)/বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর অথবা BTRC কর্তৃক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল বা তার স্পেয়ার কোর বা ক্যাপাসিটি ইত্যাদির নির্ধারিত লীজ (ইজারা) দর।

(৯) 'নির্ধারিত হার' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে বা বিটিআরসি কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত এবং প্রযোজ্য প্রতি মাসভিত্তিক প্রতি কোর প্রতি মিটার অপটিক্যাল ফাইবারের নির্ধারিত দর।

[এছাড়া প্রতি কি.মি. ক্যাবলের ক্ষেত্রে প্রতি বছরের জন্য প্রযোজ্য দর অথবা নির্ধারিত ট্রান্সমিশন রেট অথবা ৫ মেগাবিট/ সেকেন্ড হিসাবে প্রতি মাসের জন্য নির্ধারিত দর (যখন যাহা প্রযোজ্য) বুঝাইবে। ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে বিটিআরসি কর্তৃক নির্ধারিত দর বা বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নির্ধারিত দরের মধ্যে সর্বোচ্চ দর প্রযোজ্য দর হিসাবে বিবেচিত হইবে।]

(১০)'স্বল্পদৈর্ঘ্য' অর্থ পাশাপাশি দুইটি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

(১১) 'একসনা লীজ (ইজারা)/লাইসেন্স' অর্থ সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে স্বল্পদৈর্ঘ্যের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল/ কোর/ ক্যাপাসিটি-এর একবছর মেয়াদী লীজ (ইজারা)/ লাইসেন্স।

(১২) 'স্বল্পমেয়াদি' লীজ (ইজারা) অর্থ ০৫(পাঁচ) বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত মেয়াদী অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল/কোর/capacity/Bandwidth এর লীজ (ইজারা) ।

(১৩)'দীর্ঘমেয়াদী লীজ (ইজারা)/বরাদ্দ' অর্থ ১০ বছরের অধিক লীজ (ইজারা) কিংবা ক্যাবলের অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্যন্ত ক্যাবল/কোর/ capacity /Bandwidth এর লীজ (ইজারা) প্রদান।

(১৪)'ক্যাবল' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য রেলভূমির ভূগর্ভে অথবা উপর ঝুলন্ত অবস্থায় স্থাপিত রেলওয়ে মালিকানার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল।

(১৫)ক্যাপাসিটি-নেটওয়ার্কিং অর্থ প্রযোজ্য যন্ত্রপাতি স্থাপনপূর্বক Optical Signal Transmission Capacity (Bandwidth) রূপান্তরকরণ যাহা মেগাবিট/ সেকেন্ড ইউনিট বা অন্য প্রচলিত ইউনিট আকারে প্রকাশ করা যাইবে।

(১৬)'কোর'- অর্থ ক্যাবলের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম /সরু প্রতিটি অপটিক্যাল সিগন্যাল ট্রান্সমিশন যোগ্য তার।

(১৭)'অস্থায়ী অবকাঠামো' অর্থ কাঁচা বা সেমি পাকা টিনশেড অবকাঠামো কিংবা অনুরূপ কাঠামো।

(১৮) 'স্থায়ী অবকাঠামো' অর্থ দালান কোঠা, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, রেললাইন ইত্যাদি।

(১৯)'আয়ুষ্কাল' অর্থ লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের কারিগরি কার্যকারিতা অথবা বাংলাদেশ রেলওয়ের NTTN লাইসেন্সের মেয়াদ।

(২০)'কোরের ভিত্তি দর' অর্থ কোর পর্যায়ে লীজ (ইজারা) প্রদানের ক্ষেত্রে দর "প্রতি কোরের জন্য প্রতি মিটার প্রতিমাস" হিসাবে নির্ধারিত হারকে বুঝাইবে।

(২১)'ক্যাপাসিটি/ব্যান্ডউইথের ভিত্তি দর' অর্থ ক্যাপাসিটি/ব্যান্ডউইথ পর্যায়ের লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে Mbps হিসাবে ভিত্তিদর বা BTRC কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার বিবেচনাপূর্বক নির্ধারণকৃত হার।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা

৫। রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবার সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি সংরক্ষণ:

বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক দপ্তরের অধীনস্থ প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম) এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম) ভূগর্ভে স্থাপিত (কিংবা ঝুলন্ত অপটিক্যাল ফাইবার) অপটিক্যাল ফাইবারের এলাইনমেন্টের নকশার প্রতিলিপি সংগ্রহ/প্রণয়ন করে সংরক্ষণ করিবে। পর্যায়ক্রমে রেকর্ডপত্র ডিজিটালাইজেশন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে। এছাড়া লীজ (ইজারা) প্রক্রিয়াকরণ, মেয়াদসহ লীজ (ইজারা) ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সংক্রান্ত ডকুমেন্ট, নকশা এবং রেকর্ডপত্রও অনুরূপভাবে সংরক্ষিত হইবে।

৬। **বাংলাদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবারের পকেট সেকশন বুক প্রণয়ন:**

বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম) তাদের আওতাধীন এবং রেলওয়ে ভূমিতে স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ/ ঝুলন্ত ক্যাবলের সেকশনভিত্তিক নকশা সংগ্রহকরত পকেট সেকশন বুকের ন্যায় নকশা সংরক্ষণ করিবেন।

৭। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনা সংরক্ষণ:

মহাপরিচালক , বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনা সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম) এবং তাঁর অধীনস্থ বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম)বৃন্দের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৮। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার ইত্যাদি:

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমিতে স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবারের বাণিজ্যিক ব্যবহারের নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে। প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম) প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের নিমিত্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে এর নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(২) বিভিন্ন সেকশনে সকল প্রকার অপটিক্যাল ফাইবারের কিছু কোর বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ এবং অবশিষ্ট কোর/ক্যাবল বাণিজ্যিকভাবে লীজ (ইজারা) প্রদান করা যাইবে।

(৩)নিয়মিত এবং রুটিনভিত্তিক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের গুণগত মান পরীক্ষার ব্যবস্থা নিতে হইবে। কোথাও কোথাও ক্যাবল পুরাতন/আয়ুষ্কাল বর্হিভূত হওয়া কিংবা অন্য কোনো কারণে কোর ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে তার সংখ্যা এবং দৈর্ঘ্য নিরূপণপূর্বক সংস্কার/প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ইজারাকৃত ক্যাবল লীজ (ইজারা) গ্রহীতা কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ে নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি যেমন: DWDM সর্বশেষ প্রযুক্তির যন্ত্র নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কে সংযোজনপূর্বক Transmission Capacity তৈরিকরত সক্রিয় Transmission Capacity লীজ (ইজারা) প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইবে।

(৫) সক্রিয় Transmission Capacity উন্মুক্ত দরপ্রস্তাব আহবানের মাধ্যমে লীজ (ইজারা) প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজনে সরকারি বা বেসরকারি কিংবা সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানী অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারীত্তর ভিত্তিতে সরাসরি ইজারা প্রদান করা যাইবে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে নিজস্ব Transmission Capacity এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের টেলিকম বিভাগের নতুন সকল কাঠামো তৈরি করতে

৯। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের ক্ষতি, বিনাশ, কর্তন পরিহারকরণ:

(১) ইজারাদার বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অপটিক্যাল ক্যাবলের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্তন এবং রেলভূমির অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্যাবলের অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতিসাধন করিলে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম)গণ কর্তনকারী/ ক্ষতি সাধনকারীর কাছ থেকে স্ব-স্ব কর্ম এলাকায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উক্ত ক্ষতি পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ত কর্তনকারী/ ক্ষতি সাধনকারীর কাজ যেমন: নিজস্ব স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ, ব্রিজ গার্ডার মেরামতকরণ, কালভার্ট পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ ক্যাবল কর্তন পরিহার করার নিমিত্ত সম্ভাব্য পূর্ত কাজসহ অন্যান্য সকল প্রকার কাজ আরম্ভের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রকৌশলী/ নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম)গণকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করিবেন।উক্ত পূর্তকাজের সময় বর্ণিত ক্যাবল ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রকৌশলী/ নির্বাহী প্রকৌশলীগণ তা চিহ্নিতক্রমে ঠিকাদারের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়পূর্বক ক্যাবল মেরামতের ব্যবস্থা করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
লীজ প্রদান পদ্ধতি ও ভিত্তিদর নির্ধারণ:

১০। লীজ প্রদান পদ্ধতি:

(১) একসনা লীজ : একসনা লীজ এর ক্ষেত্রে স্বল্প দৈর্ঘ্যের অপটিক্যাল ফাইবার কোর অর্থাৎ পাশাপাশি দুই স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশের ফাইবার কোর লীজ (ইজারা) এর ক্ষেত্রে ভিত্তি মূল্যের উর্ধ্বে ভিত্তিতে একসনা মেয়াদে লীজচুক্তি সম্পাদন করা যাইবে। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এবং প্রযোজ্য শর্ত সাপেক্ষে এরূপ চুক্তির মেয়াদ সর্বোচ্চ তিন বার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে ।

(২) স্বল্প মেয়াদি লীজ: স্বল্প দৈর্ঘ্যের ক্যাবল কোর ব্যতীত অধিকতর দৈর্ঘ্যের ফাইবার কোরের স্বল্প মেয়াদি নতুন লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হইবে। তবে লীজগ্রহীতার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য শর্ত এবং বিদ্যমান শর্তাবলি লঙ্ঘিত না হওয়া সাপেক্ষে লীজ (ইজারা) চুক্তি নবায়ন করা যাইবে। বর্ধিত মেয়াদের চুক্তিতে প্রতি বছরের জন্য চুক্তিমূল্য পুনর্নিরূপণকরত একই মেয়াদে (১০বৎসর) সর্বোচ্চ দুই বারের জন্য (২*১০বৎসর) চুক্তিমূল্য নির্ধারণ করে চুক্তির মেয়াদ সম্প্রসারণ করা যাইবে।

(৩) দীর্ঘমেয়াদি লীজ: দীর্ঘমেয়াদি নতুন লীজ শুধুমাত্র অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের প্রাথমিকভাবে ১০ বছর বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য প্রযোজ্য হইবে। উন্মুক্ত দরপ্রস্তাবের মাধ্যমে লীজ কার্যক্রম সম্পাদন করিতে হইবে। বর্ধিত মেয়াদের চুক্তিতে প্রতি বছরের জন্য চুক্তিমূল্য পুনর্নিরূপণকরত একই মেয়াদে সর্বোচ্চ দুই বারের জন্য চুক্তিমূল্য নির্ধারণ করে চুক্তির মেয়াদ সম্প্রসারণ করা যাইবে।

(৪) চুক্তি বাতিলঃ চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদকালীন যে কোনো সময়ে উভয় পক্ষ কর্তৃক ০৬ (ছয়) মাসের নোটিশে বাতিল বা Terminate করা যাইবে। তবে সরকার জনস্বার্থে যে কোন সময় চুক্তি বাতিলের ক্ষমতা রাখিবে।

(৫) Transmission Capacity অর্থাৎ Bandwidth পর্যায়ে লীজ/নিলামঃ বিধি ০৮ এর উপবিধি ০৫ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক এরূপ লীজ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে BTRC কর্তৃক নির্ধারিত Spectrum/Bandwidth ভিত্তিক প্রযোজ্য দর বিশ্লেষণকরত ভিত্তি দর (Base price) নির্ধারণ করা যাইবে।

১১। ক্যাবল, কোর এবং Bandwidth পর্যায়ে লীজ / ইজারা/নিলামের ক্ষেত্রে ভিত্তিদর নির্ধারণ:

এই নীতিমালার আওতাধীন যে কোনো প্রকার লীজের দরপ্রস্তাব আহবানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, কোর, Bandwidth বা ডাটার জন্য ভিত্তিদর নির্ধারণ করিতে হইবে। ভিত্তি দর নির্ধারণের ক্ষেত্রে BTRC বা অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত দরের মধ্যে যেই দর বেশি সেই দর অনুসরণ করিতে হইবে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গঠিত ০৩ (তিন) বা ততোধিক সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে উক্ত ভিত্তিদর নির্ধারণ করিতে হইবে।

[**উদাহরণ:** সরকার নিয়ন্ত্রিত তিনটি প্রতিষ্ঠান যথা:- বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড বা বি.টি.সি.এল এবং পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ বা পি.জি.সি.বি এর অনুকূলে BTRC কর্তৃক NTTN লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে। লীজ/প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, কোর, Bandwidth বা ডাটার ভিত্তিদর নির্ধারণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত কমিটি বর্ণিত ০৩ (তিন) টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত লীজের দর বিশ্লেষণ এবং বাজার দর যাচাইকরত যৌক্তিকতার নিরিখে ভিত্তি দর নির্ধারণ করিবে। কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ভিত্তি দর মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।]

১২। **ক্যাবল রক্ষণাবেক্ষণ ও সাব-লীজ:** বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লীজগ্রহীতা লীজকৃত অপটিক্যাল ফাইবার কোর/ ক্যাবল এর রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিবে। NTTN লাইসেন্সধারী ব্যতীত কোনো লীজগ্রহিতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত শর্তে ফাইবার কোর/ক্যাবলের অংশ সাবলীজ/শেয়ারিং করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
লীজ/ ইজারা প্রস্তাব মুল্যায়ন ইত্যাদি:

১৩। উন্মুক্তকরণ কমিটি:

লীজ/ ইজারা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করা হইবে:

(ক) চেয়ারপার্সন –সিএসটি (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা;

(খ) সদস্য – রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সদস্য একজন উপসচিব (সচিব মহোদয় কর্তৃক মনোনীত);

(গ)সদস্য সচিব–ডিএসটি (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

১৪। মূল্যায়ন কমিটি:

লীজ/ ইজারা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি ০২(দুই) জন বহিঃসদস্যসহ নিম্নরূপভাবে গঠন করা হইবে:

(ক) চেয়ারপার্সন – সিএসটি (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা;

(খ) সদস্য – রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সদস্য একজন উপসচিব (সচিব মহোদয় কর্তৃক মনোনীত);

(গ)বহিঃসদস্য- তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের একজন উপসচি (সচিব মহোদয় কর্তৃক মনোনীত);

(ঘ)বহিঃসদস্য – বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর একজন পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা;

(ঙ)সদস্য সচিব– ডিএসটি (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

তবে একসনা লীজ এর ক্ষেত্রে উন্মুক্ত করণ কমিটি একইসাথে মূল্যায়ন কমিটি হিসাবে কাজ করিবে।

১৫। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

(১) কমিটি সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য যোগ্যতম আবেদনকারীদের মধ্য হইতে নিম্নবর্ণিত নির্ণায়কসমূহের ভিত্তিতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ মূল্যায়ন করিবে:

(ক) বি.টি.আর.সি কর্তৃক প্রদত্ত হালনাগাদ লাইসেন্স ;
(খ) সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অফিস এবং দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহ নির্দেশপূর্বক দাখিলকৃত ব্রসিউর/ প্রোফাইল;
(গ) একই ধরনের সম্পাদিত লীজের বিবরণ (যদি থাকে) ;
(ঘ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ অভিজ্ঞতা ও পেশাগত যোগ্যাতাসম্পন্ন জনবল এবং
(ঙ) ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট সনদ, আয়কর সনদ, আর্থিক সঙ্গতি ও ব্যবস্থাপনাগত সামর্থ্য।

(২) মূল্যায়িত প্রস্তাবসমূহ এইরূপভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যে, সর্বোচ্চ মূল্যায়িত আর্থিক প্রস্তাব অর্থাৎ অন্যান্যদের আর্থিক প্রস্তাব অপেক্ষা বেশি আর্থিক প্রস্তাব বিবেচনায় নিতে হইবে। তবে অপটিক্যাল ফাইবার কোর/ক্যাবল/ক্যাপাসিটি অতিরিক্ত/অব্যবহৃত থাকা সাপেক্ষে মূল্যায়িত সর্বোচ্চ দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত মূল্য (যা ভিত্তিমূল্য অপেক্ষা বেশী) সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল দরপ্রস্তাবকারীর সাথে নেগোসিয়েশিনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

১৬। **অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ** লীজ/ ইজারা মূল্যায়ন কমিটি, সুপারিশকৃত প্রস্তাব অনুমোদনের নিমিত্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে। প্রস্তাব অনুমোদনের পর চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

১৭। **কমিটি সদস্য প্রতি সম্মানীঃ** কমিটির সদস্যগণের সময়ে সময়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী সম্মানি ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অপটিক্যাল ফাইবার লীজ (ইজারা) সংক্রান্ত কাজে রেলওয়ের ভূমি বরাদ্দ বা রেলওয়ের স্পেস বরাদ্দ ও বিদ্যুৎ সংযোগ

১৮। ক্যাবল, কোর এবং Bandwidth লীজ গ্রহীতাগণের জন্য ভূমি/ স্পেস বরাদ্দ: লীজ গ্রহীতার প্রয়োজনে অর্থ্যাৎ ইকুইপমেন্ট স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকৌশল বিভাগ এবং টেলিকম বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক রেলওয়ের ভূমি বরাদ্দ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্পেস/ভূমি বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

(১) তবে অপটিক্যাল ক্যাবল/ কোর/ ক্যাপাসিটি লীজ গ্রহীতাগণের অনুকূলে তাদের নিজস্ব ক্যাবল সংযোগ এবং পাকা অবকাঠামো নির্মাণের জন্য রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার নির্ধারিত হারে লাইসেন্স ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) অনুচ্ছেদ-১৪(১) অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্যাবল/ কোর/ ক্যাপাসিটি লীজ গ্রহীতাগণ প্রয়োজন অনুযায়ী রেলভূমির জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ প্রস্তাব প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম) এর নিকট দাখিল করিবেন। প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম) উক্ত প্রস্তাবের উপর মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করিবেন। প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম) বর্ণিত প্রশাসনিক অনুমোদনের বিষয় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন (সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ)।

(৩) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে নির্দেশনাসহ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রেরণ করিবেন। প্রস্তাবে এলাইনমেন্ট সংক্রান্ত যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রকৌশলী, বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম) এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ভূগর্ভস্থ ক্যাবল স্থাপনের এলাইনমেন্ট অথবা ঝুলন্ত ক্যাবল স্থাপনের এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করিবে।

(৪) ০৪ (চার) ইঞ্চির কম ব্যাস বিশিষ্ট ক্যাবল স্থাপনের জন্য রেলওয়ের ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক ফুট চওড়া ভূমি ব্যবহার হইতেছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়, আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় ভূ-বরাদ্দ কমিটি ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ক্যাবল/কোর/ ক্যাপাসিটি /অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ভূমি সম্পর্কিত আবেদন নিষ্পত্তি করিবে।

১৯। লীজকৃত ভূমিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ:

লীজ গ্রহীতা রেলভূমিতে নির্ধারিত পাকা অবকাঠামো তৈরীর অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট উক্ত অবকাঠামোতে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য আবেদন করিবেন। লীজ গ্রহীতা বিদ্যুৎ সংযোগের যাবতীয় তথ্যাদি, নকশাসহ এ সংক্রান্ত চাহিদা/ প্রস্তাব প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম) এর নিকট দাখিল করিবেন।

(১) প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম) বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশসহ প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রকৌশলীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) বিদ্যুৎ সংযোগের সমুদয় ব্যয়ভার লীজ গ্রহীতা বহন করিবেন এবং প্রচলিত হারে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের শর্তে লীজ (ইজারা) গ্রহীতার সাথে বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন। পরবর্তী কালে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির প্রয়োজনে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের চাহিদার ক্ষেত্রে লীজ গ্রহীতার নিজ ব্যয়ে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। উল্লেখ্য লীজ (ইজারা) মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী সকল প্রকার পাওনা আদায় ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবে এবং বিষয়টি প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী(টেলিকম) কে অবহিত করিবেন।

২০। লীজকৃত ভূমি /স্পেসের অন্যান্য ব্যবহার: কোনো লীজ গ্রহীতা কর্তৃক রেলভূমিতে বর্ণিত অবকাঠামো নির্মাণের পর তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ (স্পেস) অন্য লীজ গ্রহীতাগণকে শেয়ার করতে/ ভাড়া দিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে লীজ গ্রহীতা কর্তৃক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মোট অবকাঠামোর সাবলীজের ৩০% (ত্রিশ শতাংশ) বা নেগোশিয়েশনের মাধ্যামে নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত লীজ মানি প্রদান করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়:
বিবিধ

২১। লীজ অগ্রাধিকারঃ লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের চাহিদাকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করিতে হইবে।তবে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিরূপিত লীজ মূল্য ও শর্তাদি পরিপালন ও অপটিক্যাল ফাইবার উদ্বৃত্ত থাকা সাপেক্ষে সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিকে অপটিক্যাল ফাইবার কোর লীজ প্রদান করা যাইবে।

২২। অতিরিক্ত লীজ আদেশ/ পুনরাবৃত্ত লীজঃ

ক)কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মোট মূল্য হ্রাস না করার শর্তে এবং অপটিক্যাল ফাইবার উদ্বৃত্ত থাকা সাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে মোট চুক্তিবদ্ধ রুট কিলোমিটার এর সর্বোচ্চ ৩০% পর্যন্ত নতুন সেকশনের আবেদনের ভিত্তিতে অতিরিক্ত লীজ আদেশ / পুনরাবৃত্ত লীজ আদেশ প্রদান করা যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে আবেদনকৃত সেকশনে লীজমূল্য পূর্ব নির্ধারিত লীজমূল্য অপেক্ষা কম হইবে না।কোনো সেকশনে যদি পূর্ব নির্ধারিত লীজমূল্য না থাকে সেই ক্ষেত্রে নূতনভাবে দরপ্রস্তাব আহবান করিতে হইবে।

খ) কোন সেকশানের অব্যবহৃত অপটিক্যাল কোর ঐ সেকশানের লীজকৃত সর্বোচ্চ দরের ভিত্তিতে NTTN or MNO কে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে লীজ প্রদান করার মাধ্যমে।

২৩। সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের লীজ ব্যবস্থাপনা এবং লীজকার্যে গুণগত মান উন্নয়নকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদির সুপারিশ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সরকারের নিকট অর্থবছর শুরুর ০২(দুই) মাসের মধ্যে উপস্থাপন করিবে।

২৪। হেফাজতঃ সরকার প্রয়োজনে সময় সময় এই নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করিতে পারিবে।

মতামত প্রেরণের ই-মেইল নম্বর

cstet@railway.gov.bd

asland@mor.gov.bd